মেহেরপুরে ৪র্থ দিনের মতো ত্রাণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি গোলাম রসুল

চতুর্থ দিনের মতো ত্রাণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

রবিবার দিনব্যাপী সদর উপজেলার আমদহ, মহাজনপুর, আনন্দবাস, দারিয়াপুর, মোনাখালীর ৩শ ৮৫ টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন৷

এ পর্যন্ত প্রায় ১৬শ কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

মেপ্র/এমএফআর

কর্মহীনদের পাশে মেহেরপুর পুলিশ সুপার

মেহেরপুরের কর্মহীনদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।

রবিবার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে ৬০ জন কর্মহীন মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মেহেরপুরের এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশতাধীক কর্মহীনদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন পুলিশ সুপার।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে নিরাপদে ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। সেই সাথে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ি দরিদ্র মানুষের পাশে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম।

মেহেরপুরে ২৩ হাজার পরিবার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা

মেহেরপুর জেলায় ২৩ হাজার ২৪৭টি পরিবার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহযোগী।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গত ২৪ তারিখ থেকে মেহেরপুরে চলছে অঘোষিত লক ডাউন।

জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করতে কজ করছেন।

এমন অবস্থায় অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এজন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তালিকা তৈরি করে এ পর্যন্ত ২৩ হাজার ২৪৭ টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও এখনো ৬০৩ মে.টন চাল ও প্রায় ৮ লক্ষ টাকা মজুদ আছে যা পরবর্তী তে কর্মহীন পরিবারের সহযোগিতায় ব্যবহার করা হবে।

সেই সাথে ৩ লক্ষ টাকা শিশু খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য মজুদ আছে।

রবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে এসব তথ্য জানান জেলা প্রশাসক আতাউল গনি।

এছাড়াও তিনি বলেন, আমাদের মেহেরপুরে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষের বসবাস। সে অনুযায়ী প্রায় ৯২ হাজার মানুষ প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সামগ্রী

পেয়েছেন। মেহেরপুরে প্রতি ৮ জন ১ জন প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা পেয়েছেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের সচেতনতা মূলক প্রচার

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে মেহেরপুরের শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে।

রবিবার সকালের দিকে মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার মোড় থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক সহ সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাযনোর পরে কোট মোড়ে এসে এই অভিযান শেষ করে।পরে তারা জানায় তাদের এই অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অভিযান

মেহেরপুর শহরের নিমতলার মোড় এলাকায় রবিবার সকাল থেকে দুপুর পযন্ত অভিযান চালানো হয়।মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলাম, বগুড়া সেনানিবাস ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আরমান সহ সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা অভিযান অংশগ্রহণ করেন।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো মহিদুল ইসলামের

নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের নিমতলার মোড় সরকারী আইন অমান্য করে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার দায়ে মোট ২টি মামলা দায়ের করা হয়।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর যৌথ প্রচার অভিযান চালিয়েছে ।রবিবার সকাল থেকে দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহর নিমতলার মোড় এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় অযথা ঘোরাফেরা কারিদের বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

গাংনীতে বালি বোঝায় ট্রলির ধাক্কায় শিশু নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে বালি বোঝায় ট্রলির ধাক্কায় ছামিয়া নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। নিহত ছামিয়া (৩) ভাটপাড়া গ্রামের খোকনের মেয়ে। রবিবার বেলা ১ টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, ছামিয়ার মা অন্যের বাড়িতে পানি আনতে বাড়ি থেকে বের হলে ছামিয়া তার মায়ের পিছু পিছু রাস্তা পার হতে যায় । এসময় গাংনী থেকে নওপাড়া মুখি একটি দ্রতগামী বালি বোঝায় ট্রলি ছামিয়াকে ধাক্কা দিলে ছামিয়া গুরুতর আহত হয়।
স্থানীয়রা দ্রত গাংনী হাসপাতালে নিলে তার মৃত্য হয়। ঘাতক ট্রলিকে আটকে দিলেও চালক পালিয়ে যায়।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানায়,হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মেহেরপুরে আসেননি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মেহেরপুরে আসেননি জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বিষয়ে বলেন, আমাদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী কিন্তু মেহেরপুরে যাবার জন্য আমাকে বলেছিল।

আমি বলেছি যে, মেহেরপুরে ঢুকতে পারবা না। কারণ ঢাকায় তো করোনাভাইরাস আছে। এক্ষেত্রে কোনো মানুষ মেহেরপুরে ঢুকুক, আমি চাই নাই।

তাকে আমি যেতে দিই নাই। আমি বলেছি, তুমি এখানে বসে টেলিফোনে বা অন্যকোন মাধ্যমে কাজ করো।

ঢাকায় যারা রয়েছে আমি তাদেরকে বলেছি ঢাকায়ই থাকতে হবে। কেউ এখান থেকে নিজের জায়গায় যেতে পারবে না।

রবিবার খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জেলা প্রশাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী৷

মেপ্র/এমএফআর

১৭ই এপ্রিলে বাইরের জেলার মানুষ ঢুকবেনা মুজিবনগরে

১৭ই এপ্রিল বাইরের জেলার মানুষ আসতে পারবেনা মুজিবনগরে। রবিবার

সকালে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জেলা প্রশাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মেহেরপুর প্রসঙ্গে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এর কারনে সকল জেলার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করা হয়েছে।

যে যেখানে আছে সেখানেই ঘরের ভিতর থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সেকারনেই মুজিবনগর দিবসে বাইরের জেলা থেকে কোন মানুষ আসতে পারবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মেপ্র/এমএফআর

অভিযোগের তীর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা রিয়াজুলের বিরুদ্ধে

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের নাম ভাঙ্গিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে রোগীর খাবার লুটপাট ও রোগীর স্বজনদের সাথে অসৌজন্য আচরন করছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম।

করোনা সংক্রামনের কারণে রোগীর সংখ্যা কম হলেও প্রতিদিনই ৫০ জনের খাদ্য কাগজ কলমে দেখিয়ে টাকা লুটপাট করছেন। লুটপাটের প্রতিবাদ করায় ইতোমধ্যে তিনজন ডাক্তারকে গাংনী হাসপাতাল ছাড়তে হয়েছে।

এদিকে ডা: রিয়াজুল আলমের বিরুদ্ধে অনিয়ম দূর্নীতির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তার বিচারের দাবিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। স্থানীয়রা জানায়, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা চরমে পৌছেছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম যোগদানের পর থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের নিকট আত্নীয় পরিচয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ডাক্তার নার্স থেকে শুরু করে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্য মুলক আচরণ করছেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সাথে অসদাচরণ করায় ইতোমধ্যে তিনজন ডাক্তার আমিরুজ্জামান আরেফীন, বুদাদীপ্ত দাস ও শাকিলা আফরোজ হাসপাতাল ছেড়েছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে।

এছাড়া সিনিয়র চিকিৎসকদের বাদ দিয়ে জুনিয়র চিকিৎসক সাদিয়াকে আরএমও দায়িত্ব দেওয়ায় শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। সম্প্◌িরত রোগীর সংখ্য কম থাকলেও প্রতিদিনই ৫০ জনের খাবার দেখিয়ে লুটপাট করা হচ্ছে। গত ১ মাসের রোগী ও খাবারের তথ্য সংগ্রহ করে তদন্ত করলে অনিয়মের বিষয়টি ধরা পড়বে বলে জানান স্থানীয়রা।

নামপ্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী জানান, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বিভিন্ন ভুয়া বিল করে লুটপাট করতে সকলকে জিম্মি করার চেষ্টা করছেন। হাসপাতালের একজন কর্মী ভুয়াবিল করতে না চাওয়ায় তার মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে তাকে বদলীর হুমকি দিয়েছেন।

এছাড়া ভুয়া বিল ও অনিয়মের প্রতিবাদ করলেই বদলী ও পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি। যুবলীগ নেতা ও সদ্য বিদায়ী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ও এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক দেলোয়ার হোসেন মিঠু বলেন, মেহেরপুরের সিভিল সার্জনের নির্দেশনা অনুযায়ী তার ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের সকল তথ্য দিতে গেলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম তার সাথে অসৌজন্য মুলক আচরণ করেন।

তিনি আরও বলেন ডা: রিয়াজুল আলমের বিরুদ্ধে উঠা অনিয়ম তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। হাসপাতালের ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত একজন বয়স্ক মানুষ সজিনার ডাটা কুড়ানোর অপরাধে তার সাথে অসৌজন্য মুলক আচরন করেন। বয়স্ক ব্যক্তির ছেলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলমের বিচার দাবি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন।

হাসপাতালের তথ্য চাওয়ায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার

পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম এক সাংবাদিককে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ঐ সাংবাদিক। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচার দাবি করেছে স্থানীয় সাংবাদিকরা।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, করোনা সংক্রমনে কোন পরামর্শ নেওয়ার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলমের মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে অপরিচিত নম্বর হওয়ায় ব্লক করে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দুপুরে সরকারি কাজ ফেলে রেখে। রোগীদের সেবা দেয়া বাদ দিয়ে হাসপাতালের সামনে জড়ো করেন ঐ কর্মকর্তা।

এদিকে হাসপাতাল ছেড়ে কয়েকজন কর্মকর্তা কর্মচারী জোট বেঁ◌েধ যেতে না চাইলে বদলীর হুমকি দিয়ে তাদের একত্রিত করা হয়। এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন হাসপাতাল চত্তরে উপস্থিত হয়ে রোগীদের চিকিৎসা সেবা বাদ দিয়ে কেন হাসপাতাল চত্তরে জড়ো হয়েছেন তা জানতে চান।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, সেবা বাদ দিয়ে একত্রিত হওয়া। সেবা বাদ দিয়ে হাসপাতালের সামনে জড়ো হওয়া ঠিক হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আপনারা ডাক্তার মানুষ আপনাদের এত মাথা গরম কেন।

খুলনার স্থানীয় এক সিনিয়র সাংবাদিক বলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের ব্যাপক জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই নাম ভাঙ্গাতে পারে। তবে যারা মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের নাম ভাঙ্গিয়ে ফায়দা লুটতে চাই তাদের বিরুদ্ধ ইতোপূর্বে ব্যবস্থাও নিয়েছেন তিনি।

ডা: রিয়াজুল আলমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, রোগীর খাবারে বিষয় স্বাস্থ্য বিভাগ দেখবে এখানে সাংবাদিককে জবাব দিতে হবে কেন? আমার বিরুদ্ধে সংবাদ করিলে আমি মামলা করিবো।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীননলেন, বিষয়টি আমি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সময় দিন।
এবিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান পিএস বলেন কেও আইনের উর্দ্ধে না, অনিয়ম করিলে তার বিচার হবে।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ, স্বজনদের বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় ইসরাফ হোসেন (৫০)নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় গাংনী হাসপাতালের তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম সহ কর্তব্যরত চিকিৎসকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে রোগীর স্বজন ও স্থানীয়রা।

ইশরাক হোসেন পৌর এলাকার পশ্চিম আলতা দেওয়া গ্রামের রুস্তম আলীর ছেলে।

ইসরাফ হোসেনের ছোট ভাই মোস্তফা জানান, তারপর বিকেল বেলায় নিজ গ্রামের একটি মাঠে কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি বিভাগে নেওয়ার পরে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা চিকিৎসাসেবা দিতে গড়িমসি করে পরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম কে তার বাসভবনে ডাকতে গেলে তিনিও রোগীর সেবা দিতে এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

নিহতের স্বজন সাবেক ফুটবলার সেন্টু জানান, তার রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের কাছে আকুতি মিনতি করলেও তারা কোন কথায় কর্ণপাত না করে আমার ভাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

ইসরাফ হোসেন এর নিকটাত্মীয় নাহার জানান, ডাক্তাররা দেখা তো দূরের কথা পেসার মাপতে ও এগিয়ে আসেনি। অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা জানান, হাসপাতালে হট্টগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত রোগীর স্বজনদের শান্ত করা হয়। তবে রোগীর স্বজনরা জানিয়েছেন

বিনা চিকিৎসায় ইশরাক হোসেন এর মৃত্যু হয়েছে।

গাংনী পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র নবীরউদ্দীন বলেন একটা রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে এটা কাম্য হতে পারে না। বিনা চিকিৎসায় ইশরাফ হোসেনের মৃত্যু দুঃখজনক। বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক জানান বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে কর্মরত চিকিৎসকদের সাথে কথা বলি এবং সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানায়।

তবে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর ঘটনাটি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন কে বিষয়টি অবগত করা হবে। গাংনী হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ডাক্তারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবায়দুর রহমান জানান, রোগী মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনার খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলমের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন জানান, বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর খবর আমাকে কেউ জানায়নি তবে ওই পরিবার থেকে কেউ লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।